মিলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ও

সালামে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আজিজ

মিলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ও
সালামে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুল আজিজ

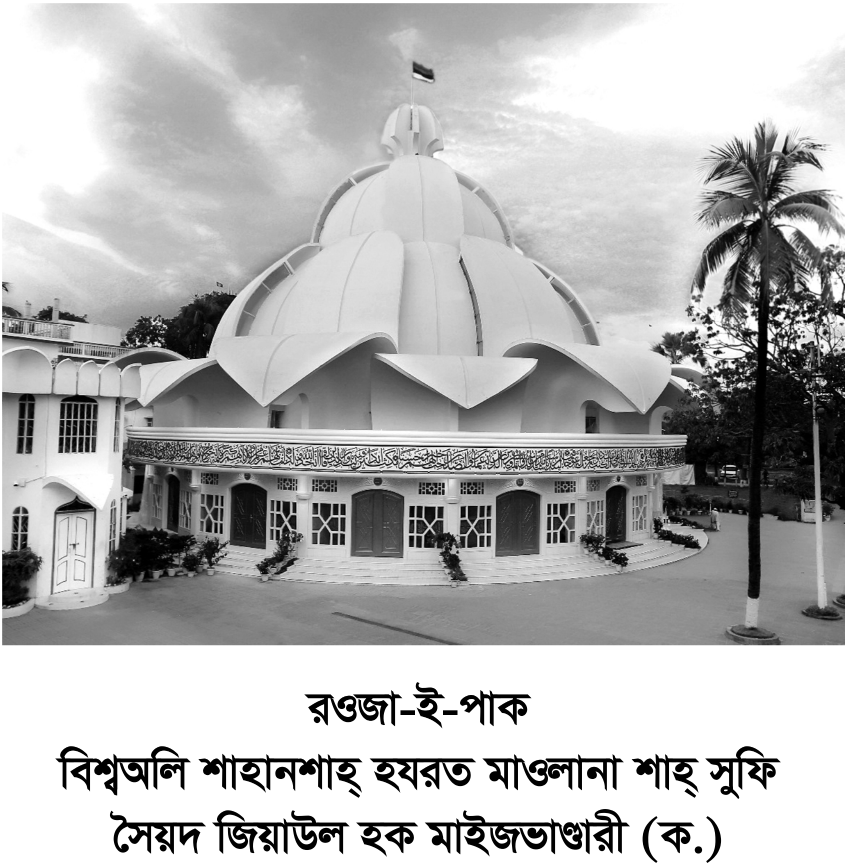

রওজা-ই-পাক
বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)

প্রকাশক : হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী
(মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)

১ম প্রকাশ : ২২ চৈত্র ১৪১৭ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১১ খ্রি.
ত্রয়োদশ প্রকাশ : ১০ মাঘ ১৪৩১ বাংলা, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কম্পিউটার : আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (লেভেল ১২)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম– ৪২১২।
আলাপন: ০২৩৩৪৪৫৪৩২৬-৭

পরিবেশনায়:
গাউসিয়া হক মন্‌জিল,
দরবার-ই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম– ৪৩৫২।
মোবাইল : ০১৮১৬-৪৩৯৯৩৫

হাদিয়া : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8083-34-5

ভূমিকা

ইমামুল আউলিয়া ইমামুত্ ত্বরিকাহ্ গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকতের অনুসারী আজ বিশ্বব্যাপী। এই ত্বরিকতের অনুসারীরা প্রতিনিয়ত কোনো না কোন স্থানে মিলাদ মাহ্ফিল করে থাকেন। কিন্তু সব জায়গায় মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আদলে মিলাদ-কিয়াম হয় না বা করতে পারেন না। হয়তো কেউ মিলাদ শরিফের আয়োজন করলেও দেখা যায় স্থানীয় কাউকে আনতে হয়। তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আদলে মিলাদ শরিফ নাও জানতে পারেন। ফলে আশেকদের অন্তর পরিতুষ্ট হয় না। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি মিলাদের বইয়ের শূন্যতা দীর্ঘদিনের। যদিওবা দরবার শরিফ থেকে মিলাদ শরিফের আরো অন্যান্য বই বের হয়েছে কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে নয়। তাই একজন আশেক যাতে নিজে নিজে মিলাদ মাহ্ফিল করতে পারেন সে লক্ষ্যে দরবার-ই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)'র নির্দেশে, গাউসিয়া হক মন্জিলের উদ্যোগে অত্র পুস্তক প্রকাশিত হল। উল্লেখ্য, এ বইয়ের শেষাংশে পাঁচ ওয়াক্ত সহ অন্যান্য নামায, ১৫টি সূরা ও আমল দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ সহজে নামায আদায় করতে পারে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন!

জিকির মাহ্‌ফিলের নিয়ম ও শর্তাবলী

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা সমস্ত ত্বরিকার সমাবেশ ও সর্ববেষ্টনকারী। কাদেরীয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া, তাইফুরিয়া, জুনাইদীয়া ইত্যাদি ত্বরিকা এর অন্তর্ভূক্ত। সকল ত্বরিকতপন্থীগণ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকামত জিকির আজকার বা স্ব স্ব পীর-বুজুর্গ ধ্যানে স্ব স্ব ত্বরিকানুযায়ী জিকির করে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) হতে ফয়জ রহমত অর্জন করার অধিকার আছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হতে অনুগ্রহ বা ফয়জ রহমত অর্জনের অধিকার আছে। কারণ এটি কোন ব্যক্তিগত কিংবা জাতিগত, সম্প্রদায়গত ত্বরিকা নয়। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকতপন্থী মুরিদ, ভক্ত, আশেকগণেরও তাদের রুচি অনুযায়ী বা নিজ পীরের সবক ও তালিম অনুযায়ী যে কোন ত্বরিকত পদ্ধতি অনুসারে জিকির করার অধিকার রয়েছে। যারা সামায় আসক্ত, সামা বা নির্দোষ বাদ্যজনিত জিকির বা জিকির মাহ্‌ফিল করতে চান তাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহ জিকির বা জিকির মাহ্‌ফিল করার অনুমতি ও অনুমোদন আছে। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র শুভদৃষ্টি ও ফয়জ রহমত অর্জনে খোদার নৈকট্য ও কৃপাবারি হাসিল করতঃ দোজাহানের সরফরাজি এবং সফলকাম হতে হলে জিকির মাহ্‌ফিলে সকলের জন্য সামাযুক্ত ব্যক্তিগণেরও নিম্নলিখিত শরায়েত অনুযায়ী আদবের সাথে মাহ্‌ফিলে মিলাদ ও মাহ্‌ফিলে তাওয়াল্লাদে শরীফ এবং জিকির মাহফিল করা কর্তব্য।

[উপরোল্লিখিত 'কানুন' খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লাদে গাউসিয়া' নামক পুস্তিকা হতে সংগৃহিত।]

শরায়েত

০১. ‘তাহারাত’ বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধানমত অজু করা, কাপড় পাক রাখা, স্থান পবিত্র হওয়া ইত্যাদি শুচি গ্রহণ।

০২. মানসিক পবিত্রতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কু-ধারণা, দুনিয়ার ধ্যান বর্জন করতঃ পীর-মুর্শিদ ও আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যান রাখা।

০৩. স্ব স্ব পীরে কামেল প্রদত্ত সবক-মত জিকির করা।

০৪. কামেল পীর বা পীরের অনুমতিপ্রাপ্ত খলিফার উপস্থিতি।

০৫. পবিত্র কোরআনের আয়াত, দরূদ শরীফ ও মিলাদে নববী বা তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া পাঠান্তে জিকির মাহফিল আরম্ভ করা। মিলাদ বা তাওয়াল্লোদ শরীফ পাঠে অসমর্থ হলে কমপক্ষে কোরআন শরীফের একটি সূরা ও দরূদ শরীফ পাঠ করে আরম্ভ করতে হবে।

০৬. নামায সমাপনীয় কায়দামত আদব ও শৃঙ্খলার সাথে বসতে হবে।

০৭. ধূমপান বা যে কোন প্রকার পানাহার উক্ত সময় বর্জন করতে হবে।

০৮. উপস্থিত সমস্ত লোক ত্বরিকতপন্থী হতে হবে।

০৯. কমবয়স্ক বালক-বালিকার উপস্থিতি নিষেধ ও নারী-পুরুষ একত্রে বসতে পারবে না।

১০. মেয়ে লোকদের জিকির মাহ্‌ফিল পর্দায়, পুরুষ হতে ভিন্ন হতে হবে।

১১. মাহ্‌ফিল অবস্থায় অজদপ্রাপ্ত বেহুঁশ ব্যক্তিকে ইজ্জত ও হেফাজত করতে হবে।

১২. জিকির মাহফিল নিজ অধিকারী বা অনুমতিপ্রাপ্ত জায়গায় হতে হবে।

[উপরোক্ত ‘শরায়েত’ ও ‘মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লাদে গাউসিয়া’ পুস্তিকা হতে সংগৃহিত]

জিকির মাহ্‌ফিলের সংক্ষিপ্ত তরতীব

আউজুবিল্লাহি মিনাশ্‌ শাইত্বানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-ইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবীয়্যি, ইয়া আইয়্যুহাল্‌ লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা।

দরূদ

বালাগাল উলা বিকামালিহি, কাশাফাদ্‌ দুজা বিজামালিহি
হাসুনাত জমিঁও খিসালিহি, সাল্লু আলাইহি ওয়ালিহি।

সালাম

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মাইজভাণ্ডারী
কদমে জানাইলাম সালাম যত মানব জ্বিন পরী।
হীন দাসের যত ইতি তোমারে দিয়াছি সঁপি
বাসনা-কামনা ভুলে অবিরত তোমায় ডাকি।

জিকির

হাস্‌বি রাব্বি জাল্লাল্লাহ্, মাফি ক্বালবী গাইরুল্লাহ্
নূ-র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
তুমি ছাড়া নাই গতি, তুমি আমার দিলপতি
বিশ্বভুবন ডাকে তোমায় হাস্‌বি রাব্বি জাল্লাল্লাহ্।।
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"

দশবার পড়ে ধ্যান করবে আল্লাহ্ হাজির, আল্লাহ্ নাজির বা আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। আল্লাহ্ আমার সঙ্গে, আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে, অন্য কিছু নাই। এইভাবে একটু দম নিয়ে আবার জিকির আরম্ভ করবে, যে যার পীরের সবক মত। এ সময়ে বাদ্যযন্ত্রে গান-গজল দরকার বোধে আরম্ভ করতে পারবে। অতএব, এইভাবে জিকির-ফিকিরের পর মোনাজাত করে মজলিশ খতম করবে। নিজে জিকিরে দায়েমে লিপ্ত হবে।

[এটা হল পবিত্র মিলাদ-কিয়াম যারা পারেন না তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত তরতিব। এটাও প্রাগুক্ত পুস্তিকা হতে সংগৃহিত]

মিলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ক্বালাল্লাহু তা'লা ফি শানি হাবীবিহিল কারিম
মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্ মির রিজালিকুম ওয়ালাকিঁর রাসূলাল্লাহি ওয়া খা-তামান নবীয়্যিন, ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়ীন আলীমা। ওয়া আইজান ক্বালাল্লাহু তায়ালা ফি শানি হাবীবিহি, ওয়া মাহ্‌বুবিহি আমিরাওঁ ওয়া মুখ্‌বিরা, ইন্নাল্লাহা ওয়ামালা-ইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্ নবীয়্যে, ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাসলীমা।

সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নবীয়িনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদ ওয়ালিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম।

❖ শামসুদ্দোহা মোহাম্মদ – বদরুদ্দোজা মোহাম্মদ।
নূরুল হুদা মোহাম্মদ – সাল্লু আলা মোহাম্মদ।।

♦ তোহা লক্বব মোহাম্মদ – আলী নসব মোহাম্মদ।
ফখরে আরব মোহাম্মদ – সাল্লু আলা মোহাম্মদ।।

♦ কাহ্ফুল ওয়ারা মোহাম্মদ – শাহে হেরম মোহাম্মদ।
বাহরে করম মোহাম্মদ – সাল্লু আলা মোহাম্মদ।।

♦ গঞ্জে সাফা মোহাম্মদ – গঞ্জেওয়াফা মোহাম্মদ।
কানে হায়া মোহাম্মদ – সাল্লু আলা মোহাম্মদ।।

♦ লুৎফে খোদা মোহাম্মদ – নূরুল হুদা মোহাম্মদ।
খায়রুল ওয়ারা মোহাম্মদ – সাল্লু আলা মোহাম্মদ।।

♦ ইজ্জতুল্লাহ্ মোহাম্মদ – হুজ্জাতুল্লাহ্ মোহাম্মদ।
বোরহানুল্লাহ্ মোহাম্মদ – সাল্লু আলা মোহাম্মদ।।

❖ **সালাতুন ইয়া রাসূলাল্লাহ আলাইকুম**
সালামুন ইয়া হাবীবাল্লাহ আলাইকুম

♦ বেলাদত হ্যায় হাবীবে কিবরিয়া কি
শফিয়ে রোজে মাহ্শর মোস্তফা কি।। ঐ

♦ হ্যায়-আ'মদ হযরতে খায়রুল ওয়ারা কি
নবীয়ে তাজেদারে হাল আতা কি।। ঐ

♦ কোশায়েশ-রিজকোঁকি রহমত খোদা কি
দরূদে পাকছে কেয়া কেয়া হুয়া কি।। ঐ

♦ দরূদে পাককে বদলেমে হামকো
খোদানে জান্নাতে আ'লা আতা কি।। ঐ

♦ ফেরেশ্তা হুতিহে নাযিল ফলকছে
সাদা করতে হুয়ে সাল্লে আলাকি।। ঐ

- হুজুরী কল্‌বছে দাখেল ইয়াঁহা হো
  বরছ্‌তিহে ইয়াঁহা রহমত খোদাকি।। ঐ
- মোস্তফা নূরে জনাবে আমরে কুন
  আফতাবে বুরজে ইলমে মিল্লাদুন।। ঐ
- নছিমে জা-নেবে বোত্‌হা গুজর কুন
  জে আহ্‌ওয়ালাম হাবীবে-রা খবর কুন।। ঐ
- মোহাম্মদ সরওয়ারে দুনিয়া ও দীঁ হ্যায়
  মোহাম্মদ বেহতরে কুল আফরি হ্যায়।। ঐ
- মোহাম্মদ সৈয়্যেদে সরদারে কাওনাইন
  মোহাম্মদ ক্বাফেলা সালারে কাওনাইন।। ঐ
- চশ্‌মে রওশন কুনজে খাঁকে আউলিয়া
  তাব-বীনি ইবতেদা ত্বা ইন্তাহা।। ঐ
- এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া
  বেহতর আজ ছদ সালে তা-আত বে-রিয়া।। ঐ
- হামা কোরাঁ ব তওছিফে মোহাম্মদ (দ.)
  বরু নাজিল ছেগোয়ম ওয়াছপে আহমদ।। ঐ
- আজিজুল হক ছে গুয়ী না'তে আহমদ
  তা আদ্দব ইয়া কলম দরশানে আহমদ।। ঐ
- বাহক্কে আবু সাহ্‌মা সালেহ লাহোরী
  মদদ কুন ইয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী।। ঐ
- বাহক্কে গাউসুল আ'যম শাহে শাহাঁ
  মোহাম্মদ আহমদ উল্লাহ্‌ জানে জানান।। ঐ
- বাহক্কে কুতুবুল আকতাব গোলাম রেহমান
  সালামত রাক্‌হো মেরে দ্বীনও ঈমান
- বাহক্কে শাহ্‌ আমিনুল হক ওয়াসেল
  ছোড়াদো হোবে দুনিয়া ছে মেরা দিল।
- বাহক্কে মুরশিদে শাহা দেলাওর
  করো আনোয়ারছে দ্বিলকো মনোয়ার

- বাহক্কে মাওয়াই মালজা সাইয়্যদি
  শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী
- ইলাহি কর দো হল্লে মশকিলো গম
  বাহক্কে মওলা হাসান রাহবারে আলম।

❖ **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ**
ওয়ালা আলে সায়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

- আদম যখন মাটি-পানি, নবী তখন খোদার রসূল
  যার উপরে পড়েন দরূদ, আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্তা কুল।। ঐ
- আল্লাহ্ তুমি দয়া কর নসীব কর মদিনা
  নবীজিকে না দেখাইয়া ক্ববরেতে নিওনা।। ঐ
- কোথায় রইলেন দয়াল নবী আমাদেরকে ছাড়িয়া
  আপনি বিনে কি লাভ হবে এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া।। ঐ
- ইচ্ছা করলে দয়াল নবী থাকতে পারতেন আরশে
  উম্মতের মায়ায় নবী শুয়ে আছেন মদিনায়।। ঐ
- নবীর ইশ্কে দরূদ পড় সকলে
  শাফায়াত করিবেন নবী হাশরে।। ঐ
- নবীর ইশ্কে যার অন্তর কাঁদেনা
  রোজ হাশরে (তারা) নবীর দেখা পাবে না।। ঐ

❖ **মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা**
রাহ্মাতুল্লিল আলামিন-ই-মারহাবা

- ঝলওয়া গরহো ইয়া ইমামাল মুরসালীন
  ঝলওয়া গরহো রাহ্মাতুল্লিল আলামিন।। ঐ
- ঝলওয়া গরহো আম্বিয়া কে মোকতাদা
  ঝলওয়া গরহো আউলিয়া কি পেশওয়া।। ঐ
- ঝলওয়া গরহো সৈয়্যদে খায়রুল বশর
  ঝলওয়া গরহো আয় মেরে নূরে নজর।। ঐ

- ঝলওয়া গরহো আয় মেরে শামসুদ্দোহা
  ঝলওয়া গরহো আয় মেরে বদরুদ্দোজা।। ঐ
- ঝলওয়া গরহো জলওয়ায়ে নূরে খোদা
  ঝলওয়া গরহো ইয়া মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.)।। ঐ
- আওয়ালিন ওয়া আখিরিন কি পেশওয়া
  মোকতাদাউ মুরসালা পয়দা হুয়ে।। ঐ
- জিনকে আনে কি খবর ঈছানে দী
  ওহ্ নবী বা-ইজ্জু শাহ্ পয়দা হুয়ে।। ঐ

ইজহার ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন
ইজহার ইয়া সায়্যিদাল আ'লামিন
ইজহার ইয়া খাতামান নবীয়্যিন
ইজহার ইয়া রাহ্মাতাল্লিল আ'লামিন
ইজহার ইয়া নবীয়াল্লাহ্
ইজহার ইয়া রাসূলাল্লাহ্
ইজহার ইয়া হাবীবাল্লাহ্
ইজহার ইয়া খায়রু খলকিল্লাহ্
ইজহার ইয়া নূরাম মিন নূ-রিল্লাহ্
বিস্মিল্লাহ্ ইজহার ইয়া মুহাম্মদ ইব্নে আবদিল্লাহ ॥

ইয়াঁনি বারবি তারিখ রবিউল আউয়াল কো পীরকে দিন ব ওয়াক্তে সোবহি সাদিক জনাব সৈয়দে কাউনাইন সুলতানে দাওরাইন আহমদে মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারো জাহ্ও জালাল্ছে দৌলত ছড়ায়ে একবালমে জহুর এ জালাল ফরমায়া। জে হে নসিব কে হাম ছেয়া বক্তোঁকো তশ্রিফ আওয়ারিছে মালামাল ফরমায়া। ফাছ তাওয়াল্লাদে হো গেয়ি খায়রুল আনাম – ওয়াস্তে তাজিমকে করনা হ্যায় কিয়াম।

কিয়াম

❖ **ইয়া নবী সালাম আলাইকা – ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা**
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা – সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।

♦ ত্বালায়াল বদরু আলাইনা – মিন ছানিয়াতিল বেদায়ী
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা – মা-দায়া লিল্লা-হি দায়ী।। ঐ

♦ আশরকাল বদরু আলাইনা – ওয়াখ্ তাফাত মিনহুল বুদুরু
মিছলাহুচ্ নিকমা রোয়াইনা – কাত্তু ইয়া ওয়াজহাছ ছুরুরী।।ঐ

♦ আনতা শামছুন আনতা বদরুন – আনতা নূরুন ফওকা নূরী
আনতা ইকছির্রি ওয়াগালী – আনতা মিছবাহুচ ছুদুরী।। ঐ

অথবা

♦ বা-এছে ইজাদে আলম – মোজে-বে হাওয়া ও আদম
হ্যায় তেরে জাতে মুকাররম – সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।। ঐ

♦ হাশেমী তেরা নসব হ্যায় – আবতাহী তেরা লকব হ্যায়
তোমহি ফখ্রে আরব হ্যায় – সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।। ঐ

♦ সৈয়দে আলম মোহাম্মদ – কেবলায়ে আ'যম মোহাম্মদ
নুহ্কে হামদম মোহাম্মদ – সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।। ঐ

♦ আপ হ্যায় আল্লাহ্কা পেয়ারা – আশেক হ্যায় আল্লাহ্ তোমহারা
শোকরো হ্যায় দোনো হামারা – সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।। ঐ

♦ সৈয়দে সরওয়ার তোমহিহো – নবীওকি আফছার তোমহি হো
সাকিয়ে কাউসার তোমহি হো – শফিয়ে মাহ্শার তোমহি হো।।ঐ

♦ মুহাম্মদ নাম পেয়ারা – আরশ পর হকনে পোকারা
ছাচ্ছ্ পয়গাম্বর হে হামারা – সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।। ঐ

♦ আরশকা কাবা মদিনা – পরশো কা কাবা মদিনা
কা'বে-কা কাবা মদিনা – জান্নাতুল মাওয়া মদিনা।। ঐ

♦ রহমতোঁকে তাজেওয়ালে – দো'জাহাকে লাজ ওয়ালে
আরশ কি মে'রাজওয়ালে – আছিয়োঁ কে লাজ ওয়ালে।। ঐ

- বাহরে ইছইয়ামে সফিনা – আগেয়া মুশকিল হ্যায় জিনা
  পারহো-নেকা করিনা – হো আতা শাহে মদিনা।। ঐ
- আজ তোফাইলে গাউসে আ'যম – বাদশা হে হার দো'আলম
  ছদকায়ে ইমামে আ'যম – দুরহো সবহী কে রঞ্জগম।। ঐ
- নবী না হয়ে দুনিয়ার – না হয়ে ফেরেশ্‌তা খোদার
  হয়েছি উম্মত তোমার – তার তরে শোকর হাজার বার।।ঐ
- তুমি যে নূরের রবি – নিখিলের ধ্যানের ছবি
  তুমি না এলে দুনিয়ায় – আঁধারে ডুবিত সবি।। ঐ
- তোমারই নূরের আলোকে – জাগরণ এল ভূলোকে
  গাহিয়া উঠিল বুলবুল – ফুটিল কুসুম পুলকে।। ঐ

সালামে গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

ইয়া গাউসু সালাম আলাইকা – ইয়া মুর্শিদ সালাম আলাইকা
ইয়া মওলা সালাম আলাইকা – সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।

♦ আন্‌তা গাউসুল্লাহিল আ'যম, আন্‌তা কুতবুল্লাহিল আফখম
আন্‌তা ফরদুল্লাহিল আকরম, খাইরু মাকদামিন তাআ'লী। ঐ

♦ আন্‌তালিল জামিয়ীল হাদি, লিল মাবা'দি ওয়াল মাআ'দী
আন্‌তা নূরুন লিল ফাওয়াদী, ইয়া করিমু জুল ফাদ্বা'লী। ঐ

♦ ইয়া হাবীবাল্লাহিল আ'লী, ইয়া খালীলাজিন-নাওয়ালী
ফাছালামুনা আলায়কা, ফিলহালি ওয়াল মা'লী। ঐ

♦ গাউসুনাল ফাউযু লাদায়কা, নাহনু মুকবিলুন আলায়কা
ফাছালাতুল্লাহি আলায়কা, বিত্‌তাওয়াতুরি ওয়াত্ তাওয়ালী। ঐ

♦ আন্‌তা গাউসুনাল মুআজ্‌জম, আন্‌তা কুতবুনাল মুকাররাম
আন্‌তা ফরদুনাল মুফাখ্‌খম, আন্‌তাল মাওলা লিল মাওয়ালি। ঐ

♦ ইয়া গিয়াছাল আলামিনা, ইয়া আমিরাল মু'মিনিনা
ইয়া ইমামাল মুসলিমিনা, আন্তা জি'নাতাল মাহা'লী। ঐ

ঘেরনেওয়ালো কো উঠহালো, মরনে ওয়ালোকো বাঁচালো
কয়েদছে হামকো ছোড়হালো, আহমদী নামে বোলালো। ঐ
অন্তিমে কবরে হাশরে, ভুলনা ভুলনা দাসেরে
রাখিও স্মরণ সবারে, সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা। ঐ
যা দেখি ভবে নিরালা, তোমারি নূরে উজ্বলা
কহিব কি শানে মাওলা, সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা। ঐ
প্রেমিকের নয়ন পুতুলি, রহমতের দুয়ার খুলি
দাও দাসের চরণধুলি, সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা। ঐ
দ্বারেতে হাজির ভিখারি, তুমি হও পাপির কাণ্ডারী
তুমি হও মুক্তির দিশারী, আয় শাহে জিয়া ভাণ্ডারী। ঐ
মাওলা ইয়া রাব্বি ছল্লে ওয়াসাল্লিম দায়েমান আবাদান
আলা হাবীবিকা খায়রিল খালকি কুল্লিহিমী।

ভেজ ইয়া রব মেরে দরূদ ওয়াসালাম বরগুজিদা নবীপর আপনে মোদাম।

আস্‌সালাম আয় মরজায়ে ইঁছয়ান পানাহ্
কারিয়ে মৌলুদ পর কর সফকত কি নেগাহ।
আপকে দরগাহ মে আদনা গোলাম
কমছে ভী কমতর গোলামোঁ-কা গোলাম।

বালাগাল উলা বিকামা-লিহী কাশাফাদ্ দুজা বিজামা-লিহী
হাসুনাত জামিছু খিসা-লিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আ-লিহি।

♦ ইন্‌নিলতা ইয়া রি'হাস্‌সাবাহ্ ইয়াওমান ইলা আরদিল্ হারাম,
বাল্লিগ সালামি রওজাতান, ফিহান্ নবীছ্যুল মুহতারাম। ঐ
♦ আকবাদুনা মাজরুহাতুন, মিন ছাইফি হিজরিল মোস্তফা
তু'বা লি আহলে বালদাতিন, ফিহান নাবীছ্যুল মুহতাশাম। ঐ
♦ মান ওয়াজহুহু শামসুদ্দোহা, মানখাদ্দুহু বদরুদ্দোজা
মানজাতুহু নূরুল হুদা, মান কাফফুহু বাহরুল হিমাম। ঐ
♦ ইয়া রাহমাতাল্‌লীল আলামীন, আনতা শফিছ্যুল মুজনেবিন,
আক্‌রিম্‌লানা ইয়াওমাল্ হাজিন্, ফাদ্বলাওঁ ওয়াজুদাওঁ ওয়াল করম। ঐ
♦ ইয়া রাহমাতাল্‌লীল আলামীন, আদরিক লি-যাইনিল আবেদীন
মাহবুছুন আয়দিজ জোয়ালিমীন, ফিল মারকাবি ওয়াল মুজদাহাম। ঐ

ক্বসিদায়ে গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা
গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী মারহাবা।

♦ মাজহারে আসরারে কুদরত, গাউসে আ'যম আপহে
আয়নায়ে আনওয়ারে ওয়াহ্দাত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ

♦ আপকি হিম্মত ছে জার্‌রাহ্ আরশকা তারা বনে
বে গুমাহ উহ্ বাহরে হিম্মত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ

♦ আপকি দরপর জু আয়া উছকো দওলত মিলগেয়ি
মেরী ছরওয়াত মেরী দওলত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ

♦ গরছে মকবুল কমিনা, হে গদা দরবার কা
দোজাহাঁ কি বাদশাহাত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ

♦ সৈয়দুল কাউনাইনে তাজুল আসফিয়া
মুর্শিদুল আফা-কি ফখরুল আউলিয়া। ঐ

♦ আশরাফুল মাখলুকে ফি হাজাজ্জামান
রাহমাতুল্লিল আলামিনে জিল্লুল আমান। ঐ

♦ মাছদারু আনওয়ারু রাব্বুল আলামিন
কিবলাতুত তাওহিদিলে আহলিল ইয়াকিন। ঐ

♦ গাউসুল আ'যম আঁ শাহে মাইজভাণ্ডারী
আঁ চেরাগে উম্মতানে আহমদী। ঐ

♦ ছায়ায়ে উহ্ চুঁহুমা ছায়া বেদাঁন
বুদে উহ্ কিবরিতে আহমর দরজাহাঁন। ঐ

♦ তাজে দো'বুদাহ্ বদস্তে সরওয়ারে পয়গম্বরাঁ
এক নেহাদা বর ছেরে শাহ্ আহমদুল্লাহ্ বেগুমাহ্। ঐ

♦ হাজারাঁ মারহাবা বিরদে জবানম
বরায়ে শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ গাউসুল আ'যম। ঐ

♦ ব মাইজভাণ্ডার শোধাহ্ আরামে গা আস্ত
আজিজুল হক বজান-দিল ফেদায়াস্ত। ঐ

ক্বসিদা – ২

- ছদ মারহাবা সাল্লে আলা গাউসে খোদা পয়দা হুয়ে
  জানে জাহাঁ ও কেবলায়ে আহলে ছাফা পয়দা হুয়ে।
- ছদ মারহাবা খুরশিদে আরশে এ’তেলা পয়দা হুয়ে
  আলমমে আব্‌তো ঝলওয়ায়ে শানে খোদা পয়দা হুয়ে। ঐ
- আব্ গুলশানে দুনিয়ামে ছিররে এজতেবা পয়দা হুয়ে
  আলমমে আব সম্‌য়ে সবিস্তানে হুদা পয়দা হুয়ে। ঐ
- জিছ্ নাজনিন কি এক কেরেশ্‌মা, দোজাহাঁমে বিল একিন
  উহ্ শাহে তখতে আশ্‌ওয়া ও নাজও আদা পয়দা হুয়ে। ঐ
- দীনে নবীকে জিন্দেগী জিনকী নজরকা ফয়জ হ্যায়
  আলমমে আব উহ্ রূহে দীনে মোস্তফা পয়দা হুয়ে। ঐ
- জিন্‌কে তামান্নামে ছাদা লওহ কলম ছে আরশ ও ফর্স
  আলম মে আব উহ্ শাহে গুলবাগে মিনা পয়দা হুয়ে। ঐ
- ফয়জে নজর্‌ছে জিনকি হোতি হ্যায় রওয়া হাজাতে খল্‌ক
  আব আলমে দুনিয়ামে উহ্ হাজত রওয়া পয়দা হুয়ে। ঐ

জিকির

- হাস্‌বি রাব্বি জাল্লাল্লাহ্, মাফি কাল্‌বি গাইরুল্লাহ্ জ্জ ১১ বার
- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১০০ বার
- ইল্লাল্লাহ্ ১০০ বার
- আল্লাহু ১০০ বার
- শাজরায়ে আহমদিয়া কাদেরীয়া গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া।
- মুনাজাত অথবা মুনাজাত না করে একই সাথে সেমা মাহ্‌ফিল শুরু করতে পারবে।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মাইজভাণ্ডারী
কদমে জানাইলাম সালাম যত মানব জিন ও পরী।
এটার পরে ২/৩টি কালাম পরে মুনাজাত করা যাবে।

মুনাজাত (১)

ফজলেকর ইয়া রব মোহাম্মদ মোস্তফা কে ওয়াস্তে
সৈয়দে কাউনাইনে শাহে আম্বিয়া কে ওয়াস্তে।
ইয়া ইলাহাল আলামিন ইয়ে আরজী কর মেরে কবুল
ইছতাজাব হাজা দু'য়ায়ে মোস্তফা-কি ওয়াস্তে।
দুরকর রঞ্জদিলী হ্যায় ছখত মুঝকো বেকলী
উছ শাহে ছিদ্দিকে আকবর বা ছফাকে ওয়াস্তে।
ফজলকে হাতোঁছে মুঝকো মেওয়ায়ে মকছদ কেহ্লা
উছ ওমর ফারুকে আদেল বেরিয়াকে ওয়াস্তে।
দো জাহাঁমে হযরতে উসমানকে রোছে মুজেহ
মতখজল কি জিউ মুজেহ সাহেব হায়াকে ওয়াস্তে।
বারগাহে আলী মে তেরে হ্যায় মেরে ইয়ে এলতেজা
হল্লে মুশকিল হো মেরে মুশকিল কোশাকে ওয়াস্তে।
বুলবুলে বাগে মদিনা কোররাতুল আইনে রাসূল
ইয়ানি বিবি ফাতিমা খায়রুন নিসাকে ওয়াস্তে।
দে খুশি দিলকো মেরে ছরছাবজে কর নখলে মোরাদ
উছ হাসান খাস্তাজিগর সাহেব লেওয়াকে ওয়াস্তে।
হারতরফ ছে ফউযে গম্নে আঁকে ঘেরা হ্যায় মুজেহ্
দে পানাহ ইয়া রব শহীদে কারবালাকে ওয়াস্তে।
কওন তুজবিন দাদে ইছ আজেজ কো দেবে ইয়া খোদা
জুদতর ফরিয়াদরছ জয়নুল আবাকে ওয়াস্তে।
ম্যায় বহুত হয়রান হো কর রহম কি মুঝপর নজর
বাকের ও জাফর আলী ওয়া মুছা রেজা কি ওয়াস্তে
মুছা ও কাজেম তকি ও বানাকি ও আছকরি
আউর ইমামে মাহদিয়ে পীরে হুদা কে ওয়াস্তে।
ইয়া ইলাহী সব উঠালে দরদ ওয়ান্দ হোকে বুঝ
গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাহনুমাকে ওয়াস্তে।

মুনাজাত (২)

ফরিয়াদ রছ তুঝবিন নেহি - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন
সোলতান দিঁ শাহে জমিঁ - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।
মকসুদেতন মতলুবে জাঁ - মাহকুম হেতু ছারা জাঁহা
মুশকিল কোশায়ে আজেজী - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।
মাই হোঁ মজলুমে দাহার - আফছর দা দিল শুরিদা ছর
মজরুহে দিল আন্দোহগী - মাওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।
হার ছন্দ মাই দরদর ফেরা - বিন তেরে কুয়ি দোছরা
মেরে তরফ তক্‌তা নেহি - মাওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।
তাঁ-কে বদি আউরগী - ছাহতা রূহ্ বেচার গী
আজ বাহরে গাউসুল আলামিঁন - মাওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।
তেরে করিম বেনওয়া বাছোজ দিল দরপর খাড়া
বাহরে শফিউল মুঝনিবিঁন - মাওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।

মুনাজাত (৩)

ইয়া সায়্যিদাচ্ছা-দাত ইয়া মাওলাল মাওয়াল্লীল মুহতরম্
যুনাকা বিল কলবীচ্ছকীম, উনজুর ইলায়না বিল করম।
ইয়া গাউসুল আ'যম লিলওয়ারা, ইয়া কুতুবুল আকতাবচ্ ছরা
ইয়া কিবলাতাল কাউনাইন, ইয়া মোখতারাল লওহে ওয়াল কলম
আনতুম আজলুল কদরে, ফিসানীল জালালে ওয়াল জামাল
ইয়া নায়েবাল খতমির রাসূল, ইয়া মম্বায়েল ফয়েজিল আতম।
ইয়া সায়্যিদী কুনতু গারিকান, ফি বিহারিল ইবতেলা
উনজুর আলাইনা আতিফান ওয়াদ্‌রিক বিআল তাফিল কদম।
ইয়া সায়্যিদি মানলি সেওয়াকা আয়্যাগিছুহু বাকিয়ান
ইজ কুনতু মাজবুরুম সদায়েদুল মাছায়েবে ওয়াল আলম।
মাওয়ামালজা উললানা ইয়া মাওলা মাইজভাণ্ডারুনা
ইরহাম বেহালে আবদেকাল মিসকিন করিমে বিন নাদম।

- রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাছানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাছানাতাঁও ওয়াক্বিনা আজাবান না'র।
- রাব্বানা জ্বোয়ালাম না আনফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাছিরিন।
- রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাছ ছামিউল আলীম ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর রাহিম।
- রাব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা'দা ইজ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিললাদুনকা রাহমাতান্ ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব।
- রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি ছগিরা।
- আল্লাহুম্মা আফিনা মিনকুল্লি বালা-ইদ্ দুনিয়া ওয়া আজাবিল আখিরা।

মুনাজাতে মাওলা আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)

ইলাহী তুবতু মিন কুল্লিল মা'আছী
বি-ইখ্লাছির রাজা আল্ লিল খালাছী।
আগীছনি ইয়া গিয়াছাল মুছতাগিছীন
বিফাদলিকা ইয়াওমা ইউ'খাজু বিন্নাওয়াছী।

মুনাজাতে আবুবকর সিদ্দিক (রাদ্বি.)

খুজ বিলুত্বফিকা ইয়া ইলাহী মান্ লাহু যাদুন্ ক্বালিল
মুফলিছান্ বিচ্ছিদ্‌ক্বি ইয়া'তি ইন্‌দা বা-বিকা ইয়া জালিল্
যান্‌বুহু যান্‌বুন্ আজিমুন্ ফাগ্‌ফিরিয্ যান্‌বাল্ আজিম
ইন্নাহু শাখ্‌ছুন্ গরীবুন্ মুয্‌নিবুন্ আবদুন্ যালিল্
মিন্‌হু ইছঁয়ানুন্ ওয়া নিছ্‌য়ানুন্ ওয়া ছাহ্‌ছুন্ বা'দা ছাহবিন্
মিন্‌কা ইহছানুন্ ওয়া ফা'দ্‌লুন্ বা'দা ইত্বায়িন্ জাযিল।
ত্বালা ইয়া রাব্বি জুনুবি মিছ্‌লা রাম্‌লিন্ লা-তাউদ্
ফা'ফু আন্নি কুল্লা জান্‌বিন্ ফাছফাহি-ছ্বাফ্‌হাল্ জামিল্
কাইফা হা'লি ইয়া ইলাহী লায়ছা-লি খাইরুল্ আমল
ছু'ছু আ'মালি কাছিরুন্ যা-দু ত্বা-য়াতি ক্বালিল্
আ'ফিনি আন্ কুল্লি দায়িন্ ওয়াক্‌দি আন্নি হাজাতি
ইন্না-লি ক্বালবান্ ছাক্বিমান্ আন্‌তা মান্ ইয়াশফিল্ আলিল্
আন্‌তা শা'ফি আন্‌তা কাফি ফি মুহিম্মাতিল্ উমুর
আন্‌তা রাব্বি আন্‌তা হাছ্‌বি আন্‌তা নি'মাল্ ওয়াকিল্
রাব্বি হাব্‌লি কান্‌যা ফাদ্‌লিন্ আন্‌তা ওয়াহ্‌হাবুন কারিম্
ফা'ত্বিনি মা-ফি জামিরি দুল্লানি খাইরাদ্ দলিল্
কুল্ লি-নারিন্ আব্‌রিদি ইয়া রাবিব ফি হাক্কি কামা
কুল্‌তা কুল্ ইয়া নারু কুনি আন্‌তা ফি হাক্কিল্ খলিল্
হাব্ লানা মুলকান্ কাবিরান্ নাজ্জিনা মিম্মা নাখাফ
রাব্বানা ইয্ আন্‌তা ক্বাদিন্ ওয়াল্ মুনাদি জিব্রাঈল
আয়না মুছা আয়না ঈসা আয়না ইয়াহিয়া আয়না নূহ (আ.)
আয়না ইয়া ছিদ্দিকু আঁছিন তুব্ ইলাল্ মাওলাল্ জালিল্

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক, বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আরম্ভকারী, লেওয়ায়ে আহমদীর বাহক, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কর্তৃক প্রদত্ত গাউসুল আযমিয়তের তাজধারী গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী খাতেমুল অলদ ইমামুল আউলিয়া হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) কেবলা কাবার বেলায়ত ও ত্বরিকতের যুগশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার শাজরাহ্ শরিফ

শাজরায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

শাইখে ফা'আল আছ্ত্ বেআলা ছোঁ হক্ব,
বা মুরিদাঁ বে ছোখন গুয়াদ সবক্ব

ভাবার্থ: (শাইখে ফায়ালগণ স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত, মাধ্যমবিহীন। তাঁরা অনায়াসে, বিনাবাক্যে মুরিদানদেরকে সবক প্রদান করতে পারেন)

❖ ইয়া ইলাহী আপনে জাতে কিবরিয়াকে ওয়াস্তে।
সৈয়্যদুস্ সা-দাতে ফখরুল আম্বিয়া[১] কে ওয়াস্তে।

❖ মাখজানে ইরফানে হক্ব শেরে খোদা[২] কে ওয়াস্তে
আওর হোসাইন[৩] শাহে দশ্তে কারবালা কে ওয়াস্তে।

❖ মাম্বায়ে সাদাতে হোসাইনী শাহে যাইনুল[৪] আবেদীন
আউর মুহাম্মদ বাকের[৫] ছির্রে খোদাকে ওয়াস্তে।

❖ জা'ফর-উ[৬] সাদেক ইমামে আউর মুছা কাজেম[৭] কে তোফাইল
আউর ইমামে দিনে আ'লী মুছা রেজাকে[৮] ওয়াস্তে।

❖ হযরতে মারুফ করখী[৯] আউর ছির্রে ছক্তী[১০] আউলিয়া,
আউর জুনায়েদ বাগদাদী[১১] বা ছাফা কে ওয়াস্তে।

❖ হযরতে বু'বকর শিবলী[১২] আউর আবদুল আজিজ[১৩] কে তোফাইল
খাজা আবুল ফজল[১৪] শাহে খাজেগাঁ কে ওয়াস্তে।

❖ হযরত বুল ফরাহ[১৫] আউর বুল হাছান কোরাইশী[১৬] আছফিয়া
আউর বু সায়ীদ[১৭] শাহে আতকিয়াকে ওয়াস্তে।

❖ কুতবে আলম গাউসে আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী[১৮]
উস্ ইমামুল আউলিয়া পীরে হুদা কে ওয়াস্তে।

❖ হযরত শিহাবুদ্দীন[১৯] আউর নিজাম উদ্দিন[২০] কে তোফাইল
আউর বাহরে সৈয়দ মোবারক[২১] জি'হায়া কে ওয়াস্তে।

❖ হযরত নজমুদ্দিন[২২] আউর কুতুবুদ্দিন রওশন জমির[২৩]
আউর শাহে ফদ্বলুল্লাহ[২৪] ইন পেশওয়াকে ওয়াস্তে।

❖ মাখযানে ইরফানে হক্ব, শাহে মাহমুদ[২৫] ক্বাদেরী
আউর সৈয়দ নাছিরুদ্দিন[২৬] নাছেরে জমাঁ কে ওয়াস্তে।

❖ শাহে মুলকু ছাফা তকিউদ্দিন[২৭] ক্বাদেরী
আউর নিজামুদ্দিন[২৮] মাহবুবে খোদা কে ওয়াস্তে।

❖ বাহ্‌রে সৈয়দ আহলুল্লাহ্[২৯] আউর সৈয়দ জাফর[৩০] কে হক্ব
আউর খলিলুদ্দিন[৩১] শাহে খলিলুল্লাহ্ কে ওয়াস্তে।

❖ নে'মতে উজমা আতা কর (হামে) মোন্‌য়েম পাক[৩২] কে তোফাইল
আউর সূফী শাহ্ দায়েম[৩৩] আউলিয়া কে ওয়াস্তে।

❖ হাদীয়ে আশেকীন, হযরত আহমদ উল্লাহ্[৩৪] কে নজর
আউর শাহে লকিতুল্লাহ্[৩৫] শাহওয়াগদা কে ওয়াস্তে।

❖ খাকফায়ে আউলিয়া হামকো বানা রব্বে কারীম
আবু শাহ্‌মা সালেহ লাহোরী[৩৬] রম্‌জ-দ্বী কে ওয়াস্তে।

❖ গাউসে আ'যম কুতবে আলম আহমদ উল্লাহ্[৩৭] মাইজভাণ্ডারী
উছ ইমামুল আউলিয়া মাজহারে খোদা কে ওয়াস্তে।

■ জাহেরো বাতেন কি দৌলত হাম কু আতা কর আই খোদা
ইউসুফে সানী মাওলায়ী রহমান মাইজভাণ্ডারী কে ওয়াস্তে।

■ কুতুবুল ইরশাদ ওয়াসেলে হক্ব হযরতে শাহে্ আমিন
হুব্বে দুনিয়া ছে ছুড়াদো আলে নবী কে ওয়াস্তে।

❖ অছি-এ-গাউসুল আযম শাহ্ দেলাওর হোসাইন[৩৮] ওলীয়ে নামদার
জাঁনশীনে কেবলায়ে আহ্‌লে ইয়াক্বীন কে ওয়াস্তে।

❖ বখ্‌শ্‌দে ইছ্‌ইয়াঁ হামারে আউর কর তওবা কবুল
শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী[৩৯] রাহনুমা কে ওয়াস্তে।

❖ রন্‌জ্ ওয়া গম ছে দে রেহাই খাতেমা বিল খাইর কর
রাহ্‌বারে আলম মওলা শাহে হাসান[৪০] কে ওয়াস্তে।

দামা ফুয়ুজাহ্ ইরহাম আবদাকা ওয়াজআল্হু
সায়্যীদান ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরা

- অছি-এ-গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর পীরে তাফাইছুজ হিসেবে গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর নাম বরকতের জন্য শাজরাহ্ শরিফে উল্লেখ করা হল।
- গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র আধ্যাত্মিক নির্দেশে তদীয় পৌত্র অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রথমে কুতুবুল ইরশাদ শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কাছে বায়াত হন। এ কারণে বরকতের জন্য তাঁর পবিত্র নাম শাজরাহ্ শরিফে উল্লেখ করা হল। উল্লেখ্য, হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী'র ওফাতের পর অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী পুনরায় তাঁর দাদা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র হাতে বায়াত কবুল করেন এবং তিনি তাঁর দাদার মনোনীত গদীনশীন হয়ে দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাজ্জাদানশীন হিসেবে অভিষিক্ত হন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ অন্যান্য নামায ও জানাযার নামাযের সংক্ষিপ্ত নিয়ম-কানুন ও কতিপয় সূ'রা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সূরা ফাতিহাঃ আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ'লামীন, আর রাহ্‌মানীর রাহিম, মা'লিকি ইয়াওমিদ্দিন, ইয়্যাকা না' বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছতায়িন, ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাত্বাল মুস্তাকিম, সিরাত্বাল লাজিনা আন্‌ আম্‌তা আলাইহিম, গাইরিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম, ওয়ালাদ্বদ্বোয়া----ল্লিন-, আমিন।

সূরা ওয়াদ্বদ্বোহাঃ ওয়াদ্ব দ্বোহা-; ওয়াল্লাইলি ইযা-সাজা-; মা-ওয়াদ্দা'আকা রব্বুকা ওয়ামা- ক্বালা-। ওয়ালাল্‌ আ-খিরাতু খাইরুল্লাকা মিনাল উ- লা-। ওয়ালা সাউফা ইছু'ত্বী-কা রব্বুকা ফাতারদ্বোয়া-। আলাম ইয়াজিদ্‌কা ইয়াতী-মান ফাআ-ওয়া-। ওয়া ওয়াজাদাকা দ্বোয়া ---- ল্লান ফাহাদা-। ওয়া ওয়াজাদাকা 'আ-----ইলান ফাআগ্‌না-। ফাআম্মাল ইয়াতী-মা ফালা-তাক্বহার। ওয়া আম্মাস্‌ সা----ইলা ফালা- তানহার। ওয়া আম্মা- বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস।

সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্‌ঃ আলাম নাশ্‌রাহ্‌ লাকা সোয়াদ্‌রাকা; ওয়া ওয়াদ্বোয়া'না-আন্‌কা ভিয্‌রাকা; ল্লাযী----আনক্বাদ্বোয়া যোয়াহ্‌রাকা; ওয়া রাফা'না-লাকা যিকরাক্‌। ফাইন্না মা'আল 'উস্‌রি ইছুস্‌রান; ইন্না মা'আল উসরি ইছুস্‌রা-। ফা-ইযা-ফারাগ্‌তা ফানসোয়াব' ওয়া ইলা- রাব্বিকা ফারগাব্‌।

সূরা আত্‌-তীনঃ ওয়াত্তী-নি ওয়ায্‌যাইতু-নি; ওয়া তু্ব-রি সী-নী-না; ওয়া হা-যাল বালাদিল্‌ আমী-নি; লাক্বাদ্‌ খালাক্বনাল ইন্‌সা-না ফী--- আহ্‌সানি তাক্বভী-ম। সুম্মা রাদাদ্‌না-হু আস্‌ফালা সা-ফিলী-না; ইল্লাল্লাযী-না আ-মানূ- ওয়া মিলুস্‌ সোয়া-লিহা-তি ফালাহুম আজ্‌রুন গাইরু মামনূ-ন। ফামা- ইছুকায্‌যিবুকা বা'দু বিদ্দী-ন। আলাইসাল্লা-হু বিআহ্‌কামিল হা-কিমী-ন।

সূরা ক্বদরঃ ইন্না--- আন্‌যালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌র; ওয়ামা--- আদ্‌রা-কা মা-লাইলাতুল ক্বাদ্‌র। লাইলাতুল ক্বাদ্‌রী খাইরুম্‌ মিন আলফি শাহ্‌র। তানায্‌যালুল মালা----ইকাতু ওয়ার্‌ রূ-হু ফী-হা বিইযনি রাব্বিহীম; মিন কুল্লি আমরিন; সালা-ম্‌, হিয়া হাত্তা মাত্বলায়িল ফাজর।

সূরা আসরঃ ওয়াল ‘আসরি; ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুসরিন, ইল্লাল্লাযী-না আ-মানূ-ওয়া আমিলুস্ সোয়া-লিহা-তি ওয়া তাওয়া সোয়াউ বিল হাক্ব-কি, ওয়া তাওয়া সোয়াউ বিস্ সোয়াব্‌র।

সূরা ফিলঃ আলাম তারা কাইফা ফা’আলা রাব্বুকা বিআস্‌হা-বিল ফী-ল, আলাম ইয়াজাআল্ কাইদাহুম ফি তাদ্বলী-লিওঁ; ওয়া আরছালা আলাইহিম ত্বোয়াইরান আবা-বী-লা, তার্‌মি-হিম বিহিজা-রাতিম মিন ছিজ্জি-লিন, ফা জা’আলাহুম কা’আছফিম মা’ কুল।

সূরা কুরাইশঃ লি’ঈলাফি ক্বোরাঈশিন, ঈ-লা-ফি-হিম, রিহ্‌লাতাশ্ শিতা---য়ি ওয়াস সোয়াই-ফ, ফাল ইয়া’বুদূ রাব্বা হা-জাল বায়তি; ল্লাজি আত্ব আমাহুম মিন জু-‘ঈওঁ, ওয়ামানাহুম মিন খাওফ।

সূরা মা-উ-নঃ আরাআইতাল্লাযী ইছুকায্‌যিবু বিদ্দী-ন। ফাযা-লিকাল্লাযী-ইয়াদু‘‘উল ইয়াতী-মা; ওয়ালা-ইয়াহুদ্বদ্বু ‘আলা-তো‘আ-মিল মিস্‌কী-ন। ফাওয়াইলুল্লিল্ মুসাল্লী-না; ল্লাযী-নাহুম ‘আন সোয়ালা-তিহিম সা-হূ-না; ল্লাযী-নাহুম ইছুরা---উনা-; ওয়া ইয়ামনা‘উ-নাল মা-‘উন।

সূরা কাওসারঃ ইন্না---আ’ত্বোয়াইনা কাল্ কাউসার, ফাসোয়াল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্‌হার, ইন্না- শা-নিআকা হুয়াল্ আবতার।

সূরা আল্-কা-ফিরূ-নঃ ক্বুল ইয়া---আইয়্যুহাল কা-ফিরূ-না; লা---আ‘বুদু মা-তা‘বুদূ-না; ওয়ালা---আনতুম ‘আ-বিদূ-না মা--আ‘বুদ্। ওয়ালা---আনা ‘আ-বিদুম্ মা-‘আবাত্তুম; ওয়ালা---আনতুম ‘আ-বিদূ-নামা---আ‘বুদ্। লাকুম দী-নুকুম ওয়ালিয়া দী-ন।

সূরা আন্-নসরঃ ইযা- জা----আ নাস্‌রুল্লা-হি ওয়াল ফাত্‌হু; ওয়ারাআইতান্না সা ইয়াদ্‌খুলূ-না ফি-দীনিল্লা-হি আফ্‌ওয়া-জান্; ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা ওয়াস্‌তাগ্‌ফির্‌হ্; ইন্নাহূ- কা-না তাওয়া-বা-।

সূরা লাহাবঃ তাব্বাত ইয়াদা---আবী লাহাবিঁও ওয়া তাব্ব্। মা---আগ্‌না- ‘আনহূ মা-লুহূ- ওয়ামা- কাসাব্। সাইয়াস্‌লা- না-রান যা-তা লাহাবিঁও; ওয়াম’রাআতুহ্; হাম্মা-লাতাল্ হাত্বোয়াব্। ফী-জী-দিহা- হাব্‌লুম্ মিম্ মাসাদ।

সূরা ইখলাসঃ কুল হুয়াল্লা-হু আহাদ্। আল্লা-হুস্ সোয়ামাদ। লাম ইয়ালিদ্ ওয়ালাম ইয়ূ-লাদ্; ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ-কুফুওয়ান আহাদ।

সূরা ফালাক্বঃ কুল আ'উ-যু বিরাব্বিল ফালাক্বি; মিন্ শার্‌রি মা - খালাক্বা; ওয়া মিন্ শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা - ওয়াক্বাবা-; ওয়া মিন্ শার্‌রিন নাফ্‌ফা-সা-তি ফিল্ 'উক্বাদি; ওয়া মিন্ শার্‌রি হা-সিদিন ইযা - হাসাদ।

সূরা আন্ না-সঃ কুল আ'উ-যু বিরাব্বিন্না-সি; মালিকিন্না-সি; ইলা-হিন্না-সি; মিন শার্‌রিল ওয়াস্‌ওয়া-সিল্; খান্না-সি; ল্লাযী - ইছুওয়াস্‌ভিসু ফী - সুদু-রিন্ না-সি; মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ অন্যান্য নামাযের বিবরণ

ফযর

ফযরের নামায ৪ রাকাআত, প্রথমে দুই রাকাআত সুন্নাত, তারপর ২ রাকাআত ফরয।

প্রথম ২ রাকাআত সুন্নাত নামাযের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল ফজর, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত অথবা ছোট ৩ আয়াত অথবা ছোট কোন সূরা পাঠ করে রু'কুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ রুকু করে ২ সিজদা দিয়ে পুরো তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করবে।

২ রাকাআত ফরয নামাযের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল ফজর, ফারদুল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম' পড়বে) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য একটি লম্বা আয়াত বা ছোট ১টি সূরা পাঠ করবে (জামায়াতে নামায পড়লে ক্বিরাত না পড়ে ঈমামের তিলাওয়াত শুনবে) অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআতও শেষ করবে। অতঃপর বৈঠক করে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে সালাম ফিরাবে।

যোহর

যোহরের নামায ১২ রাকাআত: প্রথম ৪ রাকাআত সুন্নাত, তারপর ৪ রাকাআত ফরয, তারপর ২ রাকাআত সুন্নাত, তারপর ২ রাকাআত নফল।

প্রথম ৪ রাকাআত সুন্নাত নামাযের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল যোহর, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি সূরা পাঠ করবে অত:পর রু'কুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ২য় রাকাআতের পরে ১ম বৈঠক করবে, অত:পর তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাআত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহীমি পাঠ করবে এবং দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

যোহরের ৪ রাকাআত ফরযের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল যোহর্, ফারদুল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম' পড়বে) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

ফরযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতের সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা/কিরাত পড়তে হবে না।

যোহরের ২ রাকাআত সুন্নাতের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল যোহর্, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

যোহরের ২ রাকাআত নফলের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল যোহর্, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

আসর

আসরের নামায ৮ রাকাআত, প্রথম ৪ রাকাআত সুন্নাত, তারপর ৪ রাকাআত ফরয।

প্রথম ৪ রাকাআত সুন্নাত নামাযের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল আসর, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ২য় রাকাআতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাআত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে এবং দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

আসরের ৪ রাকাআত ফরযের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল আসর, ফারদুল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম, পড়বেন) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। ফরযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাআতের সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা/কিরাত মিলাতে হবে না।

মাগরিব

মাগরিবের নামায ৭ রাকাআত, প্রথম ৩ রাকাআত ফরয, তারপর ২ রাকাআত সুন্নাত, তারপর ২ রাকাআত নফল।

প্রথম ৩ রাকাআত ফরয নামাযের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা সালাসা রাকাআতি সালাতিল মাগরিব, ফারদুল্লাহি তাআ'লা (জামাতে পড়লে 'ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম' পড়বেন) মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ২য় রাকাআতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার শুধু সূরা ফাতিহা

পড়ে ৩য় রাকাআত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে এবং দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

মাগরিবের ২ রাকাআত সুন্নাতের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল মাগরিব, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটাও অন্যান্য ২ রাকাআত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের মত আদায় করবে।

মাগরিবের ২ রাকাআত নফলের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল মাগরিব, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

এশা

এশা'র নামায ১৭ রাকাআত, প্রথম ৪ রাকাআত সুন্নাত, তারপর ৪ রাকাআত ফরয, তারপর ২ রাকাআত সুন্নাত, তারপর ২ রাকাআত নফল এবং সর্বশেষ বিত্র-এর ৩ রাকাআত ওয়াজিব এবং সর্বশেষ ২ রাকাআত শফিউল বিত্র নফল।

প্রথম ৪ রাকাআত সুন্নাত নামাযের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল এশা, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে।

এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ২য় রাকাআতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাআত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে এবং দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

এশা'র ৪ রাকাআত ফরয নামাযের নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল এশা, ফারদুল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম' পড়বে) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

ফরযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা/কিরাত মিলাতে হবে না।

এশার ২ রাকাআত সুন্নাতের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল এশা, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

এটাও অন্যান্য ২ রাকাআত বিশিষ্ট সুন্নাতের মত।

এশার ২ রাকাআত নফলের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল এশা, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

বিত্‌র

বিত্‌র-এর ৩ রাকাআত ওয়াজিব নামাযের নিয়ত ও নিয়ম:

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা সালাসা রাকাআতি সালাতিল বিত্‌র, ওয়াজিবিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ম: নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য একটি সূরা বা লম্বা আয়াত বা ছোট তিন আয়াত এর মাধ্যমে রুকু সিজদা করার পর ১ম ও ২য় রাকাআত পড়ে বসবে এবং তাশাহ্হুদ পাঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং পূর্বের মত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা বা আয়াত পাঠ করে আবার (আল্লাহু আকবর বলে) কানের লতি পর্যন্ত হাত তুলে নিম্নের দোয়াটি (কুনুত) পড়ে রুকুতে যাবে। অত:পর ৩য় রাকাআতের রুকু-সিজদা শেষ করে ৩য় রাকাআতের পর তাশাহ্হুদ এবং দরূদে ইব্রাহীমি ও দোয়া মাসূরা পাঠ করতঃ সালাম ফিরিয়ে নেবে।

দোয়া-ই কুনুত

আল্লাহুম্মা ইন্না নাছতায়ী-নুকা ওয়ানাছ তাগফিরুকা ওয়ানু মিনুবিকা, ওয়ানা তাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়ানুসনি আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালানাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লি ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ, ওয়ানাহফিদু ওয়ানারযু রাহমাতাকা ওয়া নাখ্শা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিলকুফ্ফারি মুল্হিক।

জু'মা

মূলত জু'মার নামায ১০ রাকাআত। ৪ রাকাআত কাবলাল জু'মা, ২ রাকাআত ফরজ, ৪ রাকাআত বা'দাল জু'মা। তবে তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলুল মসজিদ, আখেরী জোহর, নফলসহ সব মিলিয়ে ২২ রাকাআত।

২ রাকাআত তাহিয়্যাতুল অজু সুন্নাত, ২ রাকাআত দুখুলুল মসজিদ সুন্নাত, ৪ রাকাআত কাবলাল জু'মা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, ২ রাকাআত ফরজ, আবার ৪ রাকাআত বা'দাল জু'মা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, ২ রাকাআত ওয়াক্তের সুন্নাত, ৪ রাকাআত আখেরী জোহর এবং ২ রাকাআত নফল।

নিয়তসমূহ

২ রাকাআত তাহিয়্যাতুল অযু সুন্নাত নামাযঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল তাহিয়্যাতুল অযু। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়মঃ সা'না পড়ে বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য ১টি সূরা বা কিরাত পড়ে রুকুতে যাবে। এভাবে ২য় রাকাআতও আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে।

২ রাকাআত দুখুলুল মসজিদ সুন্নাত নামাযঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল দুখুলুল মসজিদ। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়মঃ সা'না পড়ে বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য ১টি সূরা বা কিরাত পড়ে রুকুতে যাবে। এভাবে ২য় রাকাআতও আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে।

৪ রাকাআত কাবলাল জুমা সুন্নাত নামাযঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকাআতি সালাতিল কাবলাল জুমা। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়মঃ নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ২য় রাকাআতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাআত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহীমি পাঠ করবে এবং দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

২ রাকাআত জুমা নামাযঃ যা শুক্রবার মসজিদে ইমামের পিছনে জামাত সহকারে আদায় করা হয়। 'নাওয়াইতু আন উছকিতা আনজিম্মাতি ফরদ্বোদ্ যোহরি, বিআদায়ি রাকাআতাই সালাতিল জুমু'আতি ফরদুল্লাহি তা'লা ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর'।

৪ রাকাআত বাদাল জুমা সুন্নাত নামাযঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল বাদাল জু'মা। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়মঃ নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ২য় রাকাআতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাআত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহীমি পাঠ করবে এবং দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

৪ রাকাআত আখেরী যোহর সুন্নাত নামাযঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তালা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল আখিরীয্ যোহর্। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়মঃ নিয়ত করে সা'না পড়বে, আউযুবিল্লাহ্-বিস্মিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বেন, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবেন অত:পর রুকুতে যাবেন। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ২য় রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাআত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবেন এবং তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহীমি পাঠ করবে এবং দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবেন।

২ রাকাআত সুন্নাতুল ওয়াক্ত নামাযঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা রাকাআতাই সালাতিল ওয়াক্তি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

২ রাকাআত নফল নামাযঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতাই সালাতিল জু'মা, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়ে আখেরী মোনাজাত করবে।

তাহাজ্জুদ নামায

ত্বরিকতের সবক গ্রহণকারীদের জন্য অত্যন্ত ফজিলতমণ্ডিত এ নামায যা গভীর রাতে পড়া হয়। এ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়। এটি পড়ার সময় হল রাত ১২টা হতে সুবহি সাদিক তথা ফজরের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত। এটি ২ রাকাআত থেকে ১২/২০ রাকাআত বা তার চাইতে বেশিও পড়া হয়।

নিয়তঃ নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাআতাই সালাতিত্ তাহাজ্জুদ। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

এটি নিয়ত করে সা'না পড়ে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে। তবে বুযর্গদের মতে, সূরা দ্বোহা, সূরা আলাম নাশরাহ্, সূরা ত্বীন ও সূরা ক্বদর এভাবে ৪ রাকা'আত নতুবা একবার উপরোক্ত সূরা পরবর্তী রাকা'আতে ৩ বার সূরা ইখলাস পড়া উত্তম।

সংক্ষিপ্ত ফজিলতঃ তাহাজ্জুদ নামাযের সময় হুজুর (দ.) এত বেশি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর (দ.) পা মোবারক ফুলে যেত। একদা সাহাবায়ে কিরাম এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “আমি কি আল্লাহ্‌র শোকর গুজার বান্দা হব না?”

নবীজি আরও ইরশাদ করেছেন, ঐ সকল পুরষদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত যারা রাতে নিজে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্বীয় স্ত্রীকে উঠিয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়ায়। আর যদি তারা উঠতে না চায় তাহলে মুখে পানি ছিটিয়ে উঠিয়ে দেয়।

নবীজি আরও ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, তার কবর ৭০ গজ প্রশস্ত হবে।

সালাতুত্ তাসবিহ্'র নামায

নিয়তঃ নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তালা আরবা' রাকাআতি সালাতিত তাসবিহ্, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

তাসবিহ্ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

নিয়মঃ প্রথমে নিয়ত করে সানা পড়ে (উপরের তাসবিহ) ১৫ বার, তারপর সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা/কিরাত পড়ে ১০ বার, তারপর রুকুতে যাবে, রুকুর তাসবিহ্ পড়ার পর রুকুতেই ১০ বার রুকু হতে দাঁড়িয়ে ১০ বার, সিজদায় ১০ বার সিজদা হতে উঠে ১০ বার আবার ২য় সিজদায় ১০ বার প্রথম রাকাতে ৭৫ বার। এভাবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে মোট ৩০০ বার এই তাসবিহ পাঠ করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত ফজিলতঃ প্রিয় নবী (দ.) বিদায় হজ্বের ভাষণ দিয়েছিলেন একটি উটের পিঠে চড়ে, আর এই উটটিকে নড়া-চড়া না করার জন্য লাগাম ধরে রেখেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাদ্বিঃ)। ভাষণ যখন শেষ হল, উট থেকে নেমে হুজুর (দ.) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাদ্বিঃ)কে দেখলেন তাঁর জামা উটের লালায় সব ভিজে গিয়েছে। তখন প্রিয় নবীজি (দ.) আব্বাসকে বললেন, তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত কষ্ট করেছ, আমি তোমাকে একটি নেয়ামত দিচ্ছি।

তুমি এই নামাযটা দিনে ১বার, দিনে না পারলে সপ্তাহে ১বার, সপ্তাহে না পারলে মাসে ১বার, মাসে না পারলে বৎসরে ১বার, বছরে না পারলে তোমার জীবনে একবার হলেও পড়বে। এর উসিলায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। প্রিয় নবীজি (দ.) আরও ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তার ছগীরা, কবিরা, জাহেরা, বাতেনা, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

শবে কদরের নফল নামাযের নিয়ম ও নিয়তঃ এটা ২ রাকাআত বিশিষ্ট, প্রথমে নিয়্যত করে সা'না পড়ে বিসমিল্লাহ পুরা পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরা ক্বদর পাঠ করে রুকুতে যাবে। ২য় রাকাআতে ৩ বার সূরা ইখলাস দিয়ে শেষ করবে। অথবা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

নিয়্যতঃ নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাআতাঈ সালাতিল লাইলাতিল ক্বদর নফল মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আক্‌বর।

জামা'আত সহকারে নামায পড়লে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়তে হবে না।

শবে বরাতের নফল নামাযের নিয়তঃ এটাও উপরের নিয়মে তবে প্রথম রাকাআতে আয়াতুল কুরসি ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস দিয়েও পড়া যাবে। তবে বুযুর্গদের মতে উত্তম হল- প্রথম রাকাআতে সূরা কদ্বর ও ২য় রাকাআতে ৩ বার সূরা ইখলাস পড়া।

নিয়তঃ নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাআতাঈ সালাতিল লাইলাতিল বরাত নফল মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আক্‌বর।

রজব মাসের ১ম রজনী দুই ঈদের দুই রাতেও অনুরূপ নফল নামায পড়ার নিয়ম আছে। তবে নিয়্যতে ক্বদর ও বরাতের জায়গায় লাইলাতুল রাগায়িব, লাইলাতুল ঈদিল ফিত্‌র, লাইলাতুল ঈদুল আদ্বহা বলতে হবে। উল্লেখিত রাত সমূহে নিম্নের দোয়াটি পড়াও বিশেষ ফজিলতপূর্ণ। "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাউফু আন্না ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু।"

ঈদের নামাযের নিয়মঃ ঈদের নামায দুই রাকাআত ওয়াজিব, প্রথমে নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা তথা ১ম তাকবীর বলে হাত বেঁধে সা'না পড়ে, তিনবার কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাবে, তিন বারই হাত উঠাতে হবে এবং আল্লাহু আকবর বলতে হবে। ৪র্থবার হাত বেঁধে আওযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকুতে যাবে, ২য় রাকাতে সূরা ফাতিহা পরে অন্য সূরা পড়ে রুকু করার আগে ৩ বার আল্লাহু আকবর বলে হাত উঠাবে ৪র্থ বার হাত না বেঁধে রুকুতে যাবে।

নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাআতাঈ সালাতিল ঈদিল ফিতর মা'ছিত্তাতে তাকবীরাতে ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আক্‌বর।

জানাযার নামায

জানাযার নামাযের কোন আযান নেই। আর এটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া।

নিয়তঃ নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া তাকবীরাতি সালাতিল জানাযাতি ফরদুল কিফায়াতি ওয়াস্ সানাউ লিল্লাহি তালা ওয়াছ ছলাতু আলান নবীয়্যি ওয়াদ্দোয়াউ লিহাজাল (মহিলা হলে লিহাজীহিল) মাইয়্যাতী ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম মোতওয়াজ্জীহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

প্রথমে এই নিয়ত পড়ে দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবর বলে নিয়ত বাঁধবে। তারপর সানা পড়ে আল্লাহু আকবর বলবে তারপর দরূদে ইব্রাহিমী পড়ে আল্লাহু আকবর বলবে তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়বে। প্রথম তাকবীরে হাত উঠিয়ে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তাকবীরে হাত উঠাবে না।

সা'নাঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়াতা'লা জাদ্দুকা ওয়াজাল্লা সানাউকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

জানাযার দোয়াঃ আল্লাহুম্মাগফির লি-হায়্যিনা, ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরীনা ওয়া কাবিরীনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফা তাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।

তাশাহ্হুদঃ আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যিবাতু, আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহাননাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাআতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ ছোয়ালিহিন, আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

দরূদে ইব্রাহীমিঃ (যা তাশাহুদের পর পড়তে হয়) আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদীন, কামা ছোল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

দোয়া-ই মাসূরাঃ (যা দরূদের পর পড়ে সালাম ফিরানো হয়) আল্লাহুম্মা ইন্নী যোলামতু নাফসী জুলমান কাছিরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতাম্‌মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম।

অত:পর পড়বেন: “রাব্বানা-লা-তুজিগ্ কুলুবানা- বা'দাইজ হা-দাইতানা ওয়া-হাব লানা মিন্‌লা দুনকা-রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ও-য়া-হাব।

এটা পড়ে প্রথমে ডান দিকে ও পরে বামদিকে ‘আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্' বলে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

সূরা হাশর এর শেষ তিন আয়াত

হুয়াল্লা-হুল-লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়া, ‘আ-লিমূল গাইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি, হুয়ার রাহ্‌মা-নুর রাহীম। হুয়াল্লা-হুল লাযী লা ইলা-হা ইল্লা-হুয়া, আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল ‘আযীযুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বিরু; সুবহা-নাল লা-হি আম্মা-ইউশরিকুন। হুয়াল্লা-হুল খা-লিকুল বা-রিউল মুছাব্বিরু লাহুল আসমা-উল হুসনা; ইউসাব্বিহু লাহূ মা-ফিস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া হুয়াল ‘আযীযুল হাকীম।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত

তিরমিযী শরীফে হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাদ্বিঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে তিন বার “আউযুবিল্লাহিস্ সামি'উল আলিমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম” ও “বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম” পাঠ করার পর সূরা হাশরের “হুয়াল্লা-হুল লাযী লা ইলা-হা ইল্লা-হুয়া” থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দু'আ করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে এবং ঐ রাতে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল করবে।

আয়াতুল কুরসী

আল্লাহু লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়া-ল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা-তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা-নাওমুন; লাহূ মা-ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি; মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ- ইল্লা বিইযনিহী ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা-খালফাহুম, ওয়ালা-ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা-বিমা শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বা; ওয়ালা-ইয়াউদুহূ হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইয়্যুল আ'জীম।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারীদের জন্য অজিফা

১. কালিমা-ই তৈয়্যবাঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ্।

২. কালিমা-ই শাহাদাতঃ আশ্হাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

৩. কালিমা-ই তাওহীদঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহিদাল লা-সানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহি ইমামুল মুত্তাকীনা রাসূলু রাব্বিল আ'লামীন।

৪. কালিমা-ই তামজীদঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা নূরাইঁ ইয়াহ্দিয়াল্লাহু লিনূরিহী মান্ ইয়াশা–উ মুহাম্মাদুর্ রাসূলিল্লাহি ইমামুল মুরসালীনা ওয়া খাতামুন নাবীয়্যিন।

অথবা, সুব্হানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ওয়া লা-হাওলা ওয়লা কুউয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

৫. ঈমান-ই মুজমালঃ আমানতু বিল্লাহি কামা-হুয়া বিআসমায়িহী ওয়াসিফাতিহী ওয়কাবিলতু জামীআ আহকামিহী ওয়া আরকানিহী।

৬. ঈমান-ই মুফাচ্ছলঃ আমানতু বিল্লাহি ওয়ামালা-য়িকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়ারাসূলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরী ওয়াল ক্বাদ্রী খাইরিহী ওয়াশাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়ালবা'সি বা'দাল মাউত।

৭. কালিমা ই রদ্দে কুফরঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী-আ'উযু বিকা মিন আন্ উশরিকা বিকা শাইআওঁ ওয়া আনা আ-লামু বিহী-ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লিমা আ'লামু বিহী-ওয়ামা-লা-আ'লামু বিহী-তুবতু আ'নহু ওয়া তাবার্রা'তু মিনাল কুফ্রি

ওয়াশ্‌শিরকে ওয়াল মা'আ-সী-কুল্লিহা ওয়া আস্‌লামতু ওয়া আ-মানতু ওয়া আ-ক্বলু আল্লা-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূ-লুল্লাহ্।

দরূদ শরিফ

আল্লাহুম্মা সাল্লিআল্লা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদ,
ওয়ালা আলীহি ওয়াআছ হাবীহি, ওয়া বারিকা ওয়াসাল্লিম।

ত্বরিকতপন্থীদের কুরআন তিলাওয়াত ও দরূদ শরিফকে অজিফা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারীদের নিম্নলিখিত অজিফা পড়ারও নিয়ম আছে

ফযরের নামাযের পর

আসতাগফিরুল্লাহ্ ৩বার, সূরা ইয়াসিন ১বার, সূরা ফাতিহা ১বার ও দরূদে উম্মি ১০০বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১০০বার, আল্লাহু ১০০বার।

যোহরের নামাযের পর

আসতাগফিরুল্লাহ্ ৩বার, সূরা ফাতিহা ১বার, সূরা নূহ ১বার, দরূদে উম্মি কমপক্ষে ৫০বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ৫০বার, আল্লাহু ৫০বার।

আসরের নামাযের পর

আসতাগফিরুল্লাহ্ ৩বার, সূরা নাবা ১বার, দরূদে উম্মি কমপক্ষে ৫০বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ৫০বার।

মাগরিবের নামাযের পর

আসতাগফিরুল্লাহ্ ৩বার, সূরা ওয়াকিয়া ১বার, সূরা ফাতিহা ৩বার। অন্যান্য যিকির অনুরূপ।

এশা ও বিত্‌র নামাযের পর

আসতাগফিরুল্লাহ্ ৩বার, সূরা মূলক ১বার, দরূদে উম্মি কমপক্ষে ১০০ বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১০০বার এবং আল্লাহু ১০০বার।

আর ফজর ও এশা নামায শেষ করে শাজরায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া পড়ার বিশেষ নিয়ম রয়েছে।

দরূদে উম্মি

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদীনা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যীল উম্মি ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম।

দরূদে গাউসিয়া

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদিন মা'দানিল জুদি ওয়াল করম, মা'স্বায়িল ইলমি ওয়াল হিলমি ওয়াল হিকম ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

দরূদে শিফা

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদিন ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুাহম্মদিম বি আদাদি কুল্লি দায়িন ওয়া দাওয়ায়ি ওয়া বি আদাদি কুল্লি ইল্লাতিন ওঁয়া শি-ফা।

দরূদে তুনাজ্জীনা

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদিন্ সালা তান্ তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীইল আহ্ওয়ালি ওয়াল আফাত। ওয়া তাক্বদী লানা বিহা জামী আল হাজাত। ওয়া তুতাহ্হিরুনা বিহা মিন্ জামীইছ্ সায়্যিআত। ওয়াতার্ফাউনা বিহা ইনদাকা আলাদ দারাজাত্ ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্ছাল গায়াত্ মিন জামী ইল্ খাইরাতি ফিল্ হায়াতি ওয়া বা'দাল মামাত। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

দরূদে তাজ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদিন সাহিবিত তাজি ওয়াল মি'রাজি ওয়াল বোরাকি ওয়াল আলাম। দাফিয়্যিল বালায়ি ওয়াল ওবায়ি ওয়াল কাহ্তি ওয়াল মারাদি ওয়াল আলাম। ইসমুহু মাকতুবুম্ মারফুউম্ মাশফুউম্ মানকুশুন্ ফিল্লাওহি ওয়াল কালাম। সাইয়্যিদিল আরবে ওয়াল আযাম। জিসমুহু মোকাদ্দাসুন্ মোয়াত্তারুন মোতাহ্ হারুম্ মোনাওয়ারুন ফিলবাইতি ওয়াল হারাম। শামসিদ্দোহা বাদরিদ্দোজা সদরিল উলা নূরিল হুদা, কাহ্ফিল ওয়ারা মিসবাহিয জুলাম। জামিলিশ্ শিয়ামি শাফিইল উমামি সাহিবিল জু'দি ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আসিমুহু ওয়া জিব্রিলু খাদিমুহু ওয়াল বোরাকো মারকাবুহু ওয়াল মিরা'জু ছাফারুহু ওয়া ছিদরাতুল মোনতাহা মাকামুহু ওয়াক্বাবা ক্বাওসাইনি মাতলুবুহু ওয়াল মতলুবু মাকসুদুহু ওয়াল মাকসুদু মওজুদুহু সাইয়্যিদিল মোরসালিনা খাতামিন নাবীয়্যিনা, শাফি'য়িল মোজনিবিনা আনিসিল গারিবীনা, রাহমাতীল্লিল আলামিনা, রাহাতিল আশিকিনা, মোরাদিল মোশতাক্বিনা শামসিল আরিফিনা, সিরাজিস সালিকিনা মিসবাহিল মোকাররাবিনা, মুহিব্বিল ফোকারায়ি ওয়াল গোরাবায়ি ওয়াল মাসাকিনা সাইয়্যিদিস সাক্বালাইনি নবীয়্যিল হারামাইনি ইমামিল ক্বিবলাতাইনি ওয়াসিলাতিনা ফিদ্দারাইন, সাহিবি ক্বাবা ক্বাওসাইনি মাহবুবি রাব্বিল

মাশরিকাইনি ওয়াল মাগরিবাইন, জাদ্দিল হাসানি ওয়াল হোসাইনি মাওলানা ওয়া মওলাস সাক্বালাইন, আবিল ক্বাসিমি মোহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ! নূরীম মিন্ নূরীল্লাহ ইয়া আইয়্যুহাল মোশতাকুনা বিনুরি জামালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাসলীমা।

দরূদে হাজারীর ফজিলত

তিনবার এই দরূদ শরীফ কবরস্থানে পাঠ করলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বরকতে ৮০ বছরের আজাব কবরস্থান হতে উঠিয়ে দিবেন। যদি ১০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করে তার সওয়াব মা-বাবাকে দান করে, তবে আল্লাহ্তায়ালা তার মাতা-পিতার জিয়ারতের জন্য এক হাজার ফেরেশ্তা পাঠিয়ে দিবেন। তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

দরূদে হাজারী

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদীন মাদামাতীস সালাতু
ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মদীন মাদামাতীর্ রাহ্মাতু।
ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মদীন মাদামাতীল বারাকাআতু।
ওয়া সাল্লি আলা রূহী মুহাম্মদীন ফিল আরওয়াহী।
ওয়া সাল্লি আলা সূরাতী মুহাম্মদীন ফিস্-সুয়ারী।
ওয়া সাল্লি আলা ইস্মী মুহাম্মদীন ফিল আসমায়ী।
ওয়া সাল্লি আলা নাফ্সী মুহাম্মদীন ফিন নুফুসী।
ওয়া সাল্লি আলা কালবী মুহাম্মদীন ফিল কুলুবী।
ওয়া সাল্লি আলা কাবরী মুহাম্মদীন ফিল কুবুরী।
ওয়া সাল্লি আলা রাওজাতী মুহাম্মদীন ফিল রিইয়াদী।
ওয়া সাল্লি আলা জাছাদী মুহাম্মদীন ফিল আজছাদী।
ওয়া সাল্লি আলা তুরবাতী মুহাম্মদীন ফিত্তুরাবী।
ওয়া সাল্লি আলা খাইরী খালকিহী সায়্যিদিনা
মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহ্লী বাইতিহী ওয়া আহ্বাবিহী আজমাঈন। বিরাহমাতিকা ইয়া আর্হামার রাহিমীন।

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র বাণী

১। "সালাতুত তাসবীহ্‌র নামায পড়, তাহাজ্জুদের নামায পড়"
২। আইয়্যামে বীজের রোযা রাখ [এটা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোজা, অত্যন্ত ফজিলতময়]।
৩। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিও।
৪। যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে উন্মুক্ত সাহায্য করিব, আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্ জারি থাকিবে।
৫। যে সম্মুখে বসিয়া আমার স্মরণ বিচ্যুত হয় সে ইয়ামন দেশে, আর যে ইয়ামন দেশ হইতে আমাকে স্বরণ করে আমি তাহার সম্মুখে।
৬। কবুতরের মত বাছিয়া খাও, হারাম খাইও না।

অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক লিখিত 'মটো'

মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রাথমিক শর্তাবলী

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে, জান তিনভাবে,
বাক-বিতন্ডা পরিহারে, জানার আগ্রহে
পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে।
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে
না দেখাইবে পীর যাকে এই তিন ধারা
আসিবে না সোজা পথে সেই পথহারা।

উসুলে সাব'আ বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

১. ফানায়ে সালাসা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তরঃ

(ক) 'ফানা আনিল খাল্ক' – অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

(খ) ফানা আনিল হা'ওয়া' – অর্থাৎ যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা; যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়।

(গ) 'ফানা আনিল ইরাদা' – অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা, যার ফলে সুফি মতে 'তসলিম ও রজা' হাসিল হয়।

২. মউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যুঃ

(ক) 'মউতে আব্‌য়্যাজ' – অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। এটা উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ব হয়, যার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোযা বা নফল রোযা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি।

(খ) 'মউতে আসওয়াদ' – অর্থাৎ কালো মৃত্যু। এটা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাসিল হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লেখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজিয়া পায় তখন নিজকে উক্ত দোষ হইতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজে না পায়, নিজকে দোষমুক্ত বলে স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন 'বন্ধু' বলে মনে করে।

(গ) 'মউতে আহ্‌মর' – অর্থাৎ লাল মৃত্যু। এটা কামভাব ও লালসা হতে মুক্তিতে হাসিল হয়।

(ঘ) 'মউতে আখজার' – অর্থাৎ সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে এটা হাসিল হয়। যার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা বাসনা থাকেনা।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র বাণী

০১. নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত হলে আয়ু বৃদ্ধি, রোগ-শোক মুক্তি ও দেহমন সুস্থ থাকে।

০২. আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মুকাদ্দাস (আল্লাহ্র ঘর)। সকল জাতির মিলনকেন্দ্র।

০৩. আমার ত্বরিকা দুই পয়সার ত্বরিকা নয়, কোটি কোটি গুণ বড়।

০৪. যেমন-তেমন ভেবোনা, মাইজভাণ্ডার এক অনন্ত সাগর।

০৫. মাইজভাণ্ডার শরিফ-হায়াতের ভাণ্ডার, রিজিকের ভাণ্ডার, দৌলতের ভাণ্ডার, ইজ্জতের ভাণ্ডার।

০৬. বিপুল সম্পদ নয়, ঈমানেই পুলসিরাত পার।

০৭. হে বিশ্ববাসী! আমার দিকে তাকাও। আমাকে বুঝতে হলে কুরআন দেখ।

০৮. হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর। সব সমস্যা মিটে যাবে।

০৯. নামায হেকমত, নামায না পড়লে হেকমতের ক্ষতি হয়।

১০. নিজের ভেতরে দৃষ্টি দাও, বহির্জগতের চেয়েও অপরূপ সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে পাবে।

১১. আকাশের উপরে বসে আমি মানুষের কাজকর্ম দেখি আর উপরের দিকে আল্লাহ্র সাথে কথা বলি।

১২. রাহ্মতুল্লিল আলামীন রাসূল (দ.)-এর রহমতের সীমানা জুড়ে আমার বেলায়তী কর্মক্ষমতা।

১৩. কখন কোন মুহূর্তে কি হয়েছে, কি হবে, কি হচ্ছে, আমার সব জানা আছে।

১৪. সকল গুণের মালিকতো আল্লাহ্, তাই সকল প্রশংসাও আল্লাহ্র-আলহামদুলিল্লাহ্!

১৫. জ্ঞানের যে সাধনা মনে উদারতা ও চরিত্রে দৃঢ়তা আনে সেটাই সঠিক জ্ঞান।

১৬. আমার হাসান মিয়া মস্তবড় অলি, সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এসেছেন – ইজ্জত সম্মান করবেন।

মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিল-এর সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)-এর বাণী

১. দ্বীন ইসলামের দর্শনে প্রতিষ্ঠিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার বৈশিষ্ট্যই হলো মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.)-এর প্রতি সর্বোচ্চ সর্বোত্তম আনুগত্যপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করা।

২. নৈতিক সমস্যা থেকে উত্তরণ, উন্নত চরিত্র গঠন ও স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই মাইজভাণ্ডারী দর্শন।

৩. ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের মাঝে আল্লাহ্ প্রেম জাগ্রত না হলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

৪. মুনিবের কদমে উৎসর্গিকৃত হওয়ার চেয়ে বড় হাদিয়া আর কিছু হতে পারে না, হাদিয়া হিসেবে শুধু গরু, মহিষ, ছাগল আনা নয় বরং অধিক সংখ্যক মানুষ মিলে নিজেরাই হাদিয়া হয়ে দরবারে আসবেন।

৫. অন্তরের রোগ ও সমাজের ব্যাধি নির্মূলে মানুষকে জাগিয়ে তোলাই মাইজভাণ্ডারী দর্শনের শিক্ষা।

৬. আউলিয়া-ই-কিরামের জীবন দর্শন হচ্ছে মানুষকে নিজস্ব গুণ-মহিমায় কাছে টেনে এনে পরিশুদ্ধ জীবনের সন্ধান দেয়া।

৭. উন্নত চরিত্র গঠনের প্রয়োজনে এবং অবক্ষয় অস্থিরতা থেকে বাঁচার তাগিদে আউলিয়া-ই কিরামের শরণাপন্ন হওয়া অতীব জরুরি। সংকট, অবক্ষয়, বিভক্তির দুঃসহ অবস্থা থেকে বাঁচতে বিশ্বঅলির জীবন-দর্শন ও আউলিয়া-ই কিরামের দরবার একটি উজ্জ্বল আশ্রয়স্থল।

৮. মানুষের জীবন সংকীর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাই সময়মতো আল্লাহ্ প্রেম জাগ্রত না হলে জীবনে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয় না।

৯. পীরের চেহারা মুবারক স্মরণে রেখে অন্তরের মধ্যে সন্তোষ সৃষ্টির মাধ্যমে খোদার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং প্রতিনিয়ত যিকির বা খোদার স্মরণে মশগুল থাকা প্রতিটি অলি প্রেমিক মানুষের একান্ত কর্তব্য।

১০. সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ একটি জাগ্রত বিবেকের নামই হচ্ছে সুফি।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)

বংশ লতিকা

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী
খাতেমুল অলদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)
[১৮২৬-১৯০৬]

পুত্র

বেলায়তে মাআব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ ফয়জুল হক ফানা-ই ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)
[১৮৬৫-১৯০২]

পুত্র

অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
[১৮৯৩-১৯৮২]

১ম পুত্র

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
[১৯২৮-১৯৮৮]

একমাত্র পুত্র

**রাহবারে আলম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)**

সাজ্জাদানশীন, গাউসিয়া হক মন্‌জিল, দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট।

E-mail: szhtrust@gmail.com Website: www.sufimaizbhandari.org.bd

তাসাওউফ বিষয় বহুমুখী গবেষণা
ও বিশ্লেণমূলক জার্নাল

মাসিক আলোকধারা

পড়ুন